***International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)***
*A Peer-Reviewed Monthly Research Journal*
*ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)*
*ISJN: A4372-3144 (Online) ISJN: A4372-3145 (Print)*
*Volume-III, Issue-VII, August 2017, Page No. 23-33*
*Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.irjims.com*

# কাজী নজরুল ইসলামের জীবন চর্চায় সাঙ্গীতিক প্রতিফলন

**মৌমিতা বৈরাগী**
*গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

## ***Abstract***

*In 1921, during a turmoil situation of India a young poet at the age of 22 with an immense courage injected the of rebellious inside the mind of entire Bengal. That young poet was born in 1899, 24th May at the village of Churulia Bengal in a Kazi family and was named as Kazi Nazrul Islam. Inspite of being in poverty from his childhood, Nazrul managed to sharpen his literary and musical talents using the leisure time he got apart from his job for existence.*

*He has a great contribution in Bengali literature. He has written many poems, short stories, novels, essays, plays and drama and songs. Among those I am discussing only about his musical creations. In Nazrul's boyhood he was attached with a folk-play group, 'Leto' due to this he had presented many songs to his team on Hindu religion and common folk-life. So later on his music have groomed under an high influence of different genres of folk music like Vatiyali, Baul, Jhumur, various Vakti geeties (Shiv-Durga's song, Shyama Sangeet, Kirtan, Agamana etc). Different human emotion has been established through his music, rebel, love, tragedy of death, fun and pralic, political satire etc. Kazi has lernt Urdu and Farsi, he got himself introduced with a form of music named 'Gazal'. Later he wrote down Bengali Gazal which was a new invention on Bengali music and one of his most renowned gazals is —*

*"Bagichay Bulbul tui ful sakhate dishne aaj dol"*

*In the present context of my article as has been titled here under I'm going to explain the special traits of his musical journey which are the reflection of his entire life. I have tried to analized the interpretation of his 'Kavya Geeti', 'Prakitik Gaan', 'Deshatyabodhak Gaan', Vakti Geeti', 'Islami Gaan' and also tried to string his life with his creation.*

*"আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর*
*আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত-বিশ্ব-বিধাত্রীর।*
*বল বীর*

*চির উন্নত মম শির।"* [1]

১৯২১ খ্রীঃ এক ২২ বছরের তরুণ কবি অদম্য আত্মবিশ্বাস এবং বিদ্রোহের বারুদ পাঁজর বন্দী করে, গোটা বাংলার চিন্তনে বিদ্রোহের দাবানল সৃষ্টি করে, বিদ্রোহী কবি রূপে পরিগণিত হয়েছিলেন, ১৯২০- এই দশকে ভারতবর্ষের টালমাটাল রাজনৈতিক অবস্থায় এই তরুণ বিপ্লবী হয়ে ওঠেন এবং গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনে ও যোগদান করেন। এই সময়েই তার কলমের কালি বিদ্রোহের লালে রাঙায়িত হয়ে ওঠে।

১৮৯৯ সালে ২৪শে মে পশ্চিমবঙ্গের চুরুলিয়া গ্রামের এক কাজী অর্থাৎ বিচারক পরিবারে নজরুল ইসলামের জন্ম। এই পরিবার বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করতে আসে। দারিদ্র্যকে পথের পাথেয় করে নজরুলের ভূমিষ্ঠ হওয়ায় ছেলে বেলায় তার নামকরণ করা হয় দুখু মিঁয়া। মাত্র আট বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ার ফলে তাঁকে ছেলে বেলা থেকেই জীবিকা নির্বাহের জন্য মোল্লাগিরী করতে বাধ্য হতে হয়। বৃত্তি পাওয়া মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিদ্যালয় ছাড়েন এবং ভৃত্যের কাজ এমনকি রুটি তৈরীর কারখানাতেও কাজ করতে বাধ্য হন। বাল্যকালে ভ্রাম্যমান লোকনাট্য দল 'লেটো'-এ যোগদান করার ফলে নজরুল হিন্দু শাস্ত্র এবং বাংলার লোক সংস্কৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন। সেই হেতু পরবর্তীতে তাঁর সাহিত্যে ও সঙ্গীত জীবনে লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন আঙ্গিক যেমন- ভাটিয়ালি, বাউল, ঝুমুর এবং হিন্দু শাস্ত্রের বিবিধ ভক্তি পর্যায় যথা-শিব-দুর্গার গান, শ্যামা সঙ্গীত, কীর্তন, আগমনি গান ইত্যাদির প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন-

*"ওঁ শঙ্কর হর হর শিব সুন্দর।/ কোটি ভাস্কার জ্যোতি শূল পাণি নটবর...."* [2]
*এই গানটিতে শিব এর বর্ণনা মিলেছে।*
*আবার, "আমার মনস বনে ফুটেছে....."* [3]
*গানটি কীর্তনাঙ্গের।*
*"একূল ভাঙে ও কূল গড়ে/ এই ত নদীর খেলা।/*
*(রে ভাই ) এইত বিধির খেলা।।....."* [4]

এই গানটির কথা ও সুরে ভাটিয়ালির প্রভাব লক্ষ করা গেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন নজরুল দেওয়াল পত্রিকার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ইংরেজ সৈন্যের ৪৯ তম বাঙালী পল্টনে যোগদান করেন। যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলেও যুদ্ধকালীন অবস্থা সম্পর্কে তিনি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন যা তার সঙ্গীত ও সাহিত্য জীবনে রেখাপাত করে। শুধু এই নয় করাচি ও নওশোরাতে থাকাকালীন তিনি ফার্সি ভাষার চর্চা করতেও ছাড়েননি। এই সময় তিনি গজল নামক এক ধারার সঙ্গীতের পরিচিতি লাভ করেন। নজরুল আর গজল যুগপৎ সম্মিলন বাংলা সঙ্গীত ইতিহাসকে সওগাত দেয় এই গানটি-

*"বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্‌নে আজই দোল....."* [5]

---

১। জৈষ্ঠের ঝড়- অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বিকাশ সংস্করণ: ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৫, পৃ-৭৩
২-৪। নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)- হরফ প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ ২৩ শে জানুয়ারী ২০০৪, পৃ-৩৩৬, ৩১৩, ৫২৬

এইটি বাংলা ইতিহাসে প্রথম গজল নামে পরিচিত, নজরুলের দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলকে উৎসর্গ করে লেখা এই গানে নজরুল ফার্সি ও উর্দু ভাষার ব্যবহার করেন এবং এই গানের সুরেও গজল এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। নজরুল ইসলাম-এর প্রেমিক মন, তেমনই উপহার দিয়ে গেছে বহু বাংলা গজল যেমন-

*"আলগা করগো খোঁপার বাঁধন*
*দিল ওহি মেরা ফাঁস্ গয়ি ....."*[6]

খুবই বিখ্যাত একটি বাংলা প্রেম পর্যায়ের গজল, এই গানটিতে যেমন উর্দু ভাষার প্রভাব লক্ষ করা গেছে তেমন সুরের বৈচিত্র ও অসাধারণ, গানের কথাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুরের হেলদোলকে দারুণভাবে ব্যবহার করেছেন গীতিকার, কথার সাথে সাথে সুরের উন্মাদনাও সর্বস্তরের শ্রোতার চিত্তাকর্ষণ করে।

তার বিভিন্ন গানে ২০০০ বছর পুরানো বিশুদ্ধ রাগাশ্রয়ী সঙ্গীতের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

তাঁর গানে বিভিন্ন রাগের প্রভাব, এছাড়া বিভিন্ন গানে মিশ্ররাগের প্রয়োগ বিদ্যমান, বর্তমানে এই ঘরাণার গানগুলিকে Semi Classical ঘরণাভুক্ত করা হয়। (টপ্পা, ঠুমরি, গজল ইত্যাদি সঙ্গীতকে বর্তমানে Semi Classical ঘরাণাভুক্ত করা হয়।) প্রসঙ্গত বলা উচিৎ আজকাল যে Fashion Music শ্রোতামণ্ডলীর মন ছুঁইয়েছে, ঊনবিংশ শতাব্দিতে উপনিবেশ সঙ্গীতে তার প্রচলন করেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুল প্রসাদ- এর মত সঙ্গীতকারেরা, নজরুল সঙ্গীতে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক গান ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রভাবের পাশাপাশি লক্ষ করা যায় সুফি, হিন্দু শাস্ত্রের প্রভাব ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গীতের প্রভাব বিদ্যমান।

ছেলে বেলা থেকেই দারিদ্র্য নজরুলের জীবন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকার ফলে প্রথাগত শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ নজরুল হারিয়েছিলেন। লেখালিখির অভ্যাস বাল্য বয়স থেকেই থাকলেও পরবর্তীতে সাংবাদিকতার হাত ধরে নজরুল সাহিত্যের জগতে পাড়ি দেন। এর পর বিপ্লবী কবিতা লেখার ফলে, তাকে এক বছরের জন্য জেলে থাকতে হয়, কয়েদিদের প্রতি জেলকর্মীদের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে কাজী সাহেব ৪০ দিন অনশনও করেন। জেলে থাকাকালীন ও নজরুলের কলম থেমে থাকেনি।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস তার আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে নজরুলের গানের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আমরা যখন যুদ্ধে যাব নজরুলের গান গাইব, আমরা যখন জেলে থাকব তখন নজরুলের গান গাইব'। নজরুল তার গানে কথা ও সুরে বাংলার বহু তরুণের রক্তকে উত্তপ্ত করেছিলেন।

*"দুর্গম গিরি কান্তর-মরু দুস্তর পারাবার হে...."*[7]
*এবং*
*চল্ চল্ চল্*
*ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল*

এই গান বাংলাকে বিপ্লবী করে তুলেছিল, শুধু এই নয় সাঙ্গীতিক দিক থেকে 'চল্ চল্ চল্' এই গানটিকে বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে, গানটির কথার সাথে ঠিক যে রকম উদ্দীপক সুরের প্রয়োজন ছিল, সেই রকমই সুরের ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। সূক্ষ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, গানটিতে যেভাবে দাদরা তালের প্রতিটি সোম

[5] জৈষ্ঠের ঝড়-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাক্ উক্ত, ৭-১১৭
[6] নজরুলগীতি (অখণ্ড)- প্রাক্ উক্ত-পৃ-৫০৫
[7] জৈষ্ঠের ঝড়-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাক্উক্ত, পৃ-৩

আঘাত দেওয়া হয়েছে, এবং সুর করার জন্য পর্দাগুলিকে যেইভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে একদল সেপাহীদের ছান্দিক গতি ও চলনকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাদের মনের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালায়।

জেল থেকে ফিরে আসার পরের ১২ বছর কাজী সাহেব প্রায় তিন হাজার গান রচনা করেন, এই সময়ে রসিক ও আড্ডাপ্রিয় নজরুলের ব্যক্তিগত জীবনে অনেক কঠিন পরিস্থিতি আসে সেই সকল ঘটনার প্রভাব তার সঙ্গীতে ধরা পরে।

*"বুলবুল নীরব নার্গিস বনে/ ঝরা বন-গোলাপের বিলাপ শোনে।।.."*[8]

নজরুলের পুত্র বুলবুল বিয়োগ- এর সময় এই গান রচনা করেন। নজরুলের গানগুলিকে জনপ্রিয় করার পিছনে প্রখ্যাত শিল্পী দিলীপ কুমার রায়ের অবদান রয়েছে। ১৯২৮ খ্রীঃ ইংরেজ সরকার অধিগৃহীত গ্রামোফোন কোম্পানি

নজরুলের সাঙ্গীতিক প্রতিভার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে গ্রামোফোন কোম্পানিকে গীত রচয়িতা-সুরকার হিসেবে নিয়োগ করেন। এছাড়া কোলকাতা আকাশবাণীর সঙ্গীত পরিচালক হিসেবেও কাজী নজরুল বহুদিন কাজ করেন, যা তার সঙ্গীতকে গোটা বাংলার কাছে তুলে ধরতেও সাহায্য করে।

১৯৩৯ খ্রীঃ কাজী নজরুলের স্ত্রী শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এক কঠিন রোগে। টালমাটাল পারিবারিক অবস্থা ও তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক কারণ কাজী নজরুলকে বিচলিত করে ও তিনি ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকেন। এমতাবস্থায় ১৯৪১ সালে তিনি লিখেছিলেন 'যদি আর বাশি না বাজে' তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভা হারিয়ে যাওয়ার আশংকায়! 'তার বাঁশির স্বর স্তব্ধ হয়ে যাওয়া তার কাছে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। ১৯৪২ খ্রীঃ বেতারের এক অনুষ্ঠানের মাঝ পথে কাজী সাহেব বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যান। ধীরে ধীরে তার চেতনাও লুপ্ত হয় তাই-ই হয়ত তিনি তার শেষ গানে লিখেছিলেন-

*"খেলা শেষ হল, শেষ হয় নাই বেলা।।....."*[9]

জীবন-মৃত অবস্থায় নজরুল আরও ৩৪ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময় তিনি তার স্মৃতি শক্তিও হারিয়ে ছিলেন। কাজী নজরুলের এই অকাল জীবন শক্তি বিয়োগের ফলে বাংলা সঙ্গীতের, বহু চিত্তাকর্ষক সুর ও বহু রোমহর্ষক গীত অপ্রাপ্ত রয়ে গেল।

কাজী নজরুল ইসলামের গানের অন্যতম দিকটি হল কাব্য সংগীত। এই কাব্য সংগীত মানব-মানবীর প্রেম একদিকে যেমন ঐহিক সত্যকে উদ্ভাসিত করেছে অনুরূপভাবে তার পরিসমাপ্তি হয়েছে পার্থিব সত্যে যা শাশ্বত ভাবধারায় সমুজ্জ্বল।

কাব্য সংগীতে কাব্যের মর্মার্থ বিশ্লেষণ:

এ ক্ষেত্রে কাজী সাহেবের গানে সুরের স্পন্দন অনুরণিত হয়েছে কথার সাথে সাযুজ্য স্থাপনায়, যা কাব্যিক মর্মার্থকে সুরের আত্মিকতায় স্বতন্ত্র ভাবধারায় অনুরণিত করেছে। যেমন-

*"মোর প্রিয়া হবে, এস রাণী,/ দিব খোঁপায় তারার ফুল।*
*কণে দুলাব তৃতীয় তিথির/চৈতী চাঁদের দুল।।*
*গলায় তোমার পরাব বালিকা/হংস-সারির দুলানো মালিকা*
*বিজলি-জরীন ফিতায় বাঁধিব/মেঘ-রং এলো চুল ....."*[10]

[8] নজরুল গীতি (অখণ্ড)- প্রাক্ উক্ত-পৃ-১৪৫

[9] নজরুলগীতি (অখণ্ড)-প্রাক্ উক্ত- পৃ-৬৫

-এই গানটির কবির মানস চেতনায় তাঁর মানসীকে অনন্য মহিমায় মহিমান্বিত করে তোলার জন্য অভিনব সাজে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। তাই গানটির মধ্যে পর্বে সাংগীতিক সাত সুরের অলঙ্করংকেও মানসীর সাজ-সজ্জাতে ভূষিত করেছেন-

*"আমার গানের সাত সুর দিয়া/তোমার বাসর রচিব প্রিয়া,.....।।"*[11]

অনুরূপভাবে অন্য ভাবধারায় একটি গানে কবি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর মানসীকে যুগ থেকে যুগান্তরে তুলে ধরার প্রয়াসে-

*"তোমারেই আমি চাহিয়াছি প্রিয় / শতরূপে শতবার ।*
*জনমে জনমে তাই চলে মোর / অনন্ত অভিসার।।*
*বনে তুমি যবে ছিলে বনফুল / গেয়েছিনু গান আমি বুলবুল্*
*ছিলাম তোমার পূজার থালায় / চন্দন ফুল হার...."*[12]

-এই গানের কাব্যিক মর্মার্থ অন্বেষণ করে আমি বলতে পারি কবি তাঁর কাব্য মানসীকে খুঁজে খুঁজে পাওয়ার প্রয়াসে নিরন্তর অভিসার করে চলেছেন। কাব্য সংগীতের অন্যতম পর্বে কবি তাঁর মানসীর বিরহের আকুলতা নিবেদন করেছেন, যে বিরহের অভিব্যক্তি জন্ম থেকে জন্মান্তরের এই চির বিরহের আত্মাহূতি তিনি নিবেদন করেছেন এই গানটিতে-

"বঁধু তোমার আমার এই যে বিরহ / এক জনমের নহে।
তাই যত কাছে পাই তত এ হিয়ায় / কি যেন অভাব রহে ।।..."[13]

এইভাবেই কবির কোন কোন রচনায় খুঁজে পাওয়া যায় প্রকৃতির সাথেও প্রেমের আত্মিকতা যা লতায়-পাতায়, ফুল-পল্লবে হিল্লোলিত, তাই কবি জাগাতে চেয়েছেন প্রকৃতির বুকে প্রস্ফুটিত কৃষ্ণকলিকে-

*"জাগো কৃষ্ণকলি, জাগো কৃষ্ণকলি।*
*মধুকরের মিনতি মানো, ডাকে জাগো বলি, বিহগ কাকলি।।*
*তব দ্বারে বারে বারে মন উদাসী।*
*ভোরের হাওয়া এসে বাজায় বাঁশী।।...."*[14]

-এই গানে মধুকর যেন কৃষ্ণকলিকে প্রস্ফুটিত হওয়ার মিনতি করেছেন। মধুকরের সাথে সাথে বিহগের কাকলিও গুঞ্জরিত হয়েছে।

**প্রাকৃতিক গানের মর্মার্থ বিশ্লেষণ:** কাজী সাহেব ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক তাই তাঁর মান চেতনা উদ্বোধিত হয়েছে প্রকৃতির বুকে লিলায়িত ছয় ঋতুর আবাহন বন্ধনে, যা আমরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়মূলক গানে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত,- এই ছয় ঋতুর স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্চয়ন।

---

[10] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)- প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ১৬৭, ১০০, ১৩৮
[11] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)- প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ১৬৭, ১০০, ১৩৮
[12] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)- প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ১৬৭, ১০০, ১৩৮
[13] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)- প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ১৩৮, ৮১
[14] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)- প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ১৩৮, ৮১

কাজী নজরুল ইসলাম গ্রীষ্মের দাবদাহে খুঁজে পেয়েছেন প্রকৃতির রুক্ষতা; সেই উদ্দেশ্যে তাঁর আত্মবিলাপ ক্রন্দন ধ্বনিত স্পন্দিত-

*"মেঘ-বিহীন খর বৈশাখে / তৃষ্ণার কাতর চাতকী ডাকে।*
*সমাধি-মগ্না উমা তপতী / রৌদ্র যেন তার তেজ জ্যোতিঃ*
*ছায়া মাগে বীতা ক্লান্ত কপোতী / কপোত- পাখায় শুষ্ক শাকে।। ..."*[15]
*"নিদাঘের খর তাপে ক্লান্ত এ ধরণী। / মাধুরী হারায়ে হল পাণ্ডুর বরণী।।*
*পিঙ্গল জটাজাল, তেজঃ তার অশনি-/ বৈশাখী ভোরে স্মরি' রুদ্রাণী জননী ....."*[16]
*বর্ষা ঋতুতে বিদ্রোহী কবি খুঁজে পেয়েছেন প্রকৃতির সজল ঘনশ্যাম শোভা-*
*স্নিগ্ধ-শ্যাম-বেণী- বর্ণ এস মালবিকা !*
*অর্জুন-মঞ্জরী-কর্ণে গলে নীপ-মালিকা, / মালবিকা ।।..."*[17]
*"ছড়ায়ে বৃষ্টির বেলফুল/ দুলায়ে মেঘলা চাঁচর চুল / চপ চোখে কাজল মেখে আসিল কে।। বাজায়ে মেঘের মাদল / ভাঙলে ঘুম ছিটিয়ে জল,*
*একা ঘরে বিজলীতে এমন হাসি হাসিল কে..."*[18]

অনুরূপভাবে কাজী নজরুল ইসলামের লেখনীতে হিল্লোলিত হয়েছে শরৎ রাণীর আবাহন বন্দনা-

*"এস শারদ প্রাতের পথিক এস শিউলি-বিছানো পথে*
*এস ধুইয়া চরণ শিশিরে এস অরুণ-কিরণ-রথে..."*[19]
*"শারদ নিশির হিমেলা বাতাস, / তারা-ভরাই এই অসীম আকাশ,*
*স্বপ্ন- বিলাসিনী চাঁদরে আবাস-/ কাশ ফুলে দোলে কার নিশাস্ ..."*[20]

কাজী নজরুল ইসলাম প্রকৃতির রাণী তথা হেমন্ত লক্ষ্মীকে তাঁর মনের মণিকোঠায় নবরূপে সজ্জিত করতে চেয়েছেন-

*"হেমন্তিকা, এস এস ! / হিমেল শীতল লবন-তলে।*
*শুভ্র পূজারিণী বেশে / কুন্দ- করবী- মালা গলে ....."*[21]

প্রকৃতি প্রেমিক কাজী সাহেব ঋতুরাজ বসন্তকে অনন্য মহিমায় মহিমান্বিত করতে চেয়েছেন। নবরূপে লতা-পাতা, শাখা-প্রশাখা ফুল সুষমায় সুশোভিত করতে চেয়েছেন; সেই উদ্দেশ্যে তাঁর অন্তর থেকে উৎসারিত হয়েছে ঋতুরাজ বসন্তের স্তব গীত-

---

[15] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)-প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ২৩৩, ২২৩৬, ২৩৯, ৭৯, ৪১, ১৮৩
[16] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)-প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ২৩৩, ২২৩৬, ২৩৯, ৭৯, ৪১, ১৮৩
[17] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)-প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ২৩৩, ২২৩৬, ২৩৯, ৭৯, ৪১, ১৮৩
[18] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)-প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ২৩৩, ২২৩৬, ২৩৯, ৭৯, ৪১, ১৮৩
[19] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)-প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ২৩৩, ২২৩৬, ২৩৯, ৭৯, ৪১, ১৮৩
[20] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)-প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ২৩৩, ২২৩৬, ২৩৯, ৭৯, ৪১, ১৮৩
[21] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ )-প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ২০১, ২০৯, ৮, ৫৭৬

*"এল ঐ বনান্তে পাগল বসন্ত।*
*বনে বনে মনে মনে রং সে ছড়ায় রে / চঞ্চল তরুম দুরন্ত....."*[22]
*"আজকে দোলরে হিন্দোলায় / আয় তোরা কে দিবি দোল্ ।*
*ডাক দিয়ে যায় দ্বারে ঐ / হেনার কুঁড়ি আমের বোল্ ....."*[23]

**দেশাত্মবোধক গানের কাব্যের মর্মার্থ বিশ্লেষণ:** মানব –মানবীর প্রেমের আত্মিকতা ও প্রকৃতির বুকে কবির প্রেমাঞ্জলি যেমন যুগপৎ সম্মিলনে। সংহতি পূর্ব ঐক্যতানে সম্মিলিত হয়েছে ঠিক তেমনি কবির মানস চেতনা কাব্যিক মর্মার্থকে দেশপ্রেমের ঐশীচতেনায় উদ্বোধিত হতে দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে বিদ্রোহী কবির রচনায় কাব্যিক মর্মার্থ পরাধীনতার শৃঙ্খল উন্মোচনে দেশ-মাতৃকার পদতলে সমর্পিত হয়েছে, যেমন-

*"কারার ঐ লৌহ-কপাট / ভেঙে ফেল্ কররে লোপাট*
*রক্ত-জমাট / শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী!*
*ওরে ও তরুণ ঈশান! / বাজা তোর প্রলয়- বিষাণ!*
*ধ্বংস-নিশান / উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি।।....."*[24]
*"চল্‌রে চপল তরুন দল বাঁধন হারা।*
*চল্ অমর সমরে চল্ ভাঙি কারা / জাগায়ে কাননে নব পথের ইশারা ।*
*প্রাণ স্রোতের ত্রিধারা / বহায়ে তোরা ওরে চল,*
*জোয়ার আনি মরা নদীতে / পাহাড় চলায়ে মাতোয়ারা ...."*[25]

*"জাগো রে তরুণ দল।*
*(স্বতঃ) উৎসাহিত ঋর্ণধারায় প্রায় জাগো প্রাণ-চঞ্চল।।*
*ভেদ বিভেদের গ্লানির কারা- প্রাচীর / ধূলিসাৎ করি জাগো উন্নত-শির!*
*জবা-কুসুম-সঙ্কশ জাগো-বীর / বিধি নিষেধের ভাহো ভাঙো অর্গল।।..."*[26]
*"জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী / জাগো জাগো !*
*ঐ পোহাল তিমির রাত্রি! / জাগো জাগো*
*দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম্ রণ- ডঙ্কা / শোনো বোলে, নাহি শঙ্কা ।*
*আমাদের সঙ্গে নাচে রণ রঙ্গে / দনুজ-দলনী বরাভয় দাত্রী ।।....."*[27]

উল্লেখিত গানগুলির কাব্যিক মর্মার্থ বিশ্লেষিত হয়েছে বৈপ্লবিক চেতনায়, যা তৎকালীন সমাজে দেশবাসীর মনকে দেশাত্মক প্রেমে উদ্বোধিত করেছে।

[22] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ )-প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ২০১, ২০৯, ৮, ৫৭৬
[23] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ )-প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ২০১, ২০৯, ৮, ৫৭৬
[24] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ )-প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ২০১, ২০৯, ৮, ৫৭৬
[25] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)- প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ৫৭৮, ৫৮২, ৫৮২
[26] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)- প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ৫৭৮, ৫৮২, ৫৮২
[27] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)- প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ৫৭৮, ৫৮২, ৫৮২

**ভক্তিগীতির কাব্যিক মর্মার্থ বিশ্লেষণ:** পরবর্তী পর্যায় মাতৃসংগীত, রাধা-কৃষ্ণবন্দনা, ভক্তিগীতি এই সকল গানের কাব্যিক মর্মার্থ কথা ও সুরের সহৎ ভাবনার মধ্যে দিয়ে পরস্পর পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলেছে। যে আকুতি ভাবাবেগ পূর্ণ এবং সর্বোপরি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রেম রসে প্লাবিত। যেমন-

**ক) কৃষ্ণ বন্দনা:**

*"এস নূপুর বাজাইয়া যমুনা নাচাইয়া / কৃষ্ণ কানাইয়া হরি ।*
*মাখি গোঘুর-ধূলিরেণু গোঠে চরাইয়া ধেনু / বাজায়ে বাঁশের বাঁশরী*
*গোপি-চন্দন- চর্চ্চিত অঙ্গে / প্রাণ মাতাইয়া প্রেম-তরঙ্গে,*
*বামে হেলায়ে ময়ূর-পাখা দুলায়ে তমাল-শাখা / নীপ- বনে দাঁড়ায়ে নিভঙ্গে।। ....."*[28]

*'রাধা-তুলসী, প্রেম-পিয়াসী, গোলকবাসী শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ।*
*নাম জপ মুখে, মুরতি রাখ বুকে,/ ধেয়ানে দেখ তারি রূপমোহন।।*
*অমৃত রসঘন কিশোর-সুন্দর,/ নব নীরদ শ্যামমদন মনোহর*
*সৃষ্টি প্রলয় যুগল নূপুর শোভিত যাহার রাঙা চরণ....."*[29]

*"কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল্ রসনা রাধা রাধা বল্ / রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বল্।।*
*যোগে খোঁজেন শিব কৃষ্ণ-গোবিন্দ; / ব্রহ্মা পূজেন রাধা-চরণারবিন্দে,*
*অধরা যুগল চাঁদে ধরিল প্রেমের ফাঁদে গোপ গোপীদল।।*
*(মোর) শ্রীকৃষ্ণে থাকে যেন অটল মতি, । সেই মতি দেন, মোর রাধা শ্রীমতী...."*[30]

উল্লিখিত গানগুলিতে বৈষ্ণব ভাবাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে রাধাকৃষ্ণের প্রেম বন্দনা। উল্লেখিত গানগুলির মধ্যে কোন কোন গানে শ্যামের না শোভার মনোহর রূপ বন্দিত হয়েছে। আবার কোন কোন গানে সমাজের কলুষিত আসুরি প্রবৃত্তি নিধনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকে সোচ্চর কণ্ঠে কবির ভক্তি মানসসত্তা আলোড়িত হয়েছে।

**খ) মাতৃ বন্দনাঃ**

একদিকে যেমন বৈষ্ণব ভাবাদর্শে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বন্দনায় অনুরণিত হয়েছে ঠিক তেমনি মাতৃ শক্তির রূপ বন্দনায় কবি মনের অকৃত্রিম শিশু সুলভ ভাবভঙ্গিতে স্পন্দিত হয়েছে-

*"কালো মেয়ের পায়ের তলায় / দেখে যা আলোর নাচন ।*
*তার রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব / যার হাতে মরণ বাঁচন।।*
*আমার কালো মায়ের আঁধার কোলে / শিশু রবি-শশী দোলে;*
*মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক / স্নিগ্ধ বিরাট নীল-গগন।। ..."*[31]

*অনুরূপভাব শ্যামারূপ বর্ণিত হয়েছে কবির অভিনব মানস সত্তায়-*
*"তুই পাষাণ গিরির মেয়ে হলি পাষাণ ভালোবাসিস্ বলে।*
*মা গলবে কি তোর পাষাণ-হৃদয় তপ্ত আমার নয়ন জলে।।*

[28] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)-প্রাক উক্ত, পৃঃ ৩৩২, ৪৬৭, ৩৫১
[29] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)-প্রাক উক্ত, পৃঃ ৩৩২, ৪৬৭, ৩৫১
[30] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)-প্রাক উক্ত, পৃঃ ৩৩২, ৪৬৭, ৩৫১
[31] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)- প্রাক্ উক্ত,পৃঃ ৩৪৮, ৩৮০, ৩৩৮

*তুই বইয়ে নদী পিতার চোখে / লুকিয়ে বেড়াস লোকে লোকে*
*মহেশ্বরও পায় না তোকে পড়ে মা তোর চরণতলে।। ..."*[32]

আবার কবি মনের বধিরত্ব তথা পঙ্গুত্ব লজ্জিত হওয়ার জন্য মায়ের চরণে অসহায় আকুতি সমর্পিত হয়েছে এই গানটিতে-

*"ওমা, তোর ভুবন জ্বলে এতো আলো। আমি কেন অন্ধ মাগো-দেখি শুধু কালো।।*
*সর্ব্বলোকে শক্তি ফিরিস্ নাচি / ও মা, আমি কেন পঙ্গু হয়ে আছি?*
*ও মা ছেলে কেন মন্দ হল, জননী যার ভালো*
*তুই নিত্য মহাপ্রসাদ্ বিলাস কপার দুয়ার খুলি..."*[33]

অনুরূপভাবে কবির মনন সত্ত্বা দুর্গামাতাকে আসুরি শক্তি বিনাশের অন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এ গানের অভিব্যক্তিতে খুঁজে পাওয়া যায় মা দুর্গার আসুরি শক্তি দমনের অন্যতম প্রতিফলন-

*"ওমা দনুজ-দলনী মহা শক্তি / নমো অনন্ত কল্যাণ-দাত্রী (নমো)।*
*পরমেশ্বরী মহিষ- মর্দিনী / চরাচর - বিশ্ব-বিধাত্রী (নমো নমঃ)।।*
*সর্বদেব-দেবী তেজোময়ী / অশিব- অকল্যাণ-অসুর-জয়ী,*
*দশভুজা তুমি মা, ভীতজন-তারিণী/ জননী জগৎ-ধাত্রী।। ..."*[34]

আবার, যদিও মাতৃ বন্দনা শরতের আবাহনে গৌরী জননী মেনকার আত্মবিলাপ খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর কন্যা গৌরীকে গিরি রাজের আলয়ে ফিরিয়ে আনার আহ্বানে-

*"বরষা গেল, আশ্বিন এল, উমা এল কই / শূন্য ঘরে কেমন করে পরাণ*
*ও গিরিরাজ ! সবার মেয়ে / মায়ের কোলে এল ধেয়ে,*
*আমারই ঘর রইল আধাঁর, আমি কি মা নই? ..."*[35]

এভাবে কাব্যের মর্মার্থের স্পন্দন কবির লেখনিতে অভিনব সজ্জায় উদ্ভাসিত হয়েছে শ্যাম ও শ্যামার মিলনের প্রতিভাত করার তপস্যায়-

*"আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে / জপি আমি শ্যামের নাম ।*
*মা হলেন মোর মন্ত্রগুরু / ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম ।।*
*ডুবে শ্যামা-যমুনাতে / খেলব খেলা শ্যামের সাথে*
*শ্যাম যবে মোরে হানবে হেলা / মা পুরাবেন মনস্কাম।। ...."*[36]

**ইসলামী গানে কাব্যের মর্মার্থ বিশ্লেষণ:** কাজী সাহেবের মানস চেতনা একদিকে যেমন শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় ভাবধারায় যুগল মিলন স্পন্দিত হয়েছে, অনুরুপভাবে আল্লার মহিমা কীর্তনে কবি মন বিভ্রান্তি নেননি।
সে গানেও কাব্যিক মর্মার্থ সুরের দোলায় হিল্লোলিত হয়েহে।

*"ভোর হল ওঠ, জাগ মুসাফিরল, / আল্লা-রসুল বোল্ ।*

[32] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)- প্রাক্ উক্ত,পৃঃ ৩৪৮, ৩৮০, ৩৩৮
[33] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)- প্রাক্ উক্ত,পৃঃ ৩৪৮, ৩৮০, ৩৩৮
[34] নজরুল গীতি (অখণ্ড সনহস্করণ) প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ৩৩৯, ৪২৪, ৩১৪
[35] নজরুল গীতি (অখণ্ড সনহস্করণ) প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ৩৩৯, ৪২৪, ৩১৪
[36] নজরুল গীতি (অখণ্ড সনহস্করণ) প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ৩৩৯, ৪২৪, ৩১৪

*গাফলিয়াতি ভোল্ রো লস / আয়েশ্ আরাম ভোল্*
*এই দুনিয়ায় সরাইখানায় (তোর) জনম গেল ঘুমিয়ে হায় !*
*ওঠ রে সুখ-শয্যা ছেড়ে, / মায়ার বাঁধন খোল্ ।। ..."*[37]

এ ক্ষেত্রে কবি মন তরুণ ঊষাকে প্রকৃতির বুকে আলোকিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। অলসতার আবেশক মুক্ত করে। আবার কবি মনের পঙ্গুত্ব আল্লার কাছে সমর্পিত হয়েছে লজ্জিত হওয়ার জন্য-

*"কা'বার জিয়ারতে তুমি কে যাও মদিনায়? / আমার সালাম পৌঁছে দিও নবীজীর রওজায়।*
*হাজীদের ঐ যাত্রা পথে / দাঁড়িয়ে আছি সকাল হতে*
*কেঁদ বলি, কেউ যদি মোর / সালাম নিয়ে যায় ।। ...."*[38]

আবার খুশির উৎসবে কবিমন হিল্লোলিত হয়েছে আল্লার চরণ বন্দনায়-

*"আল্লাহ্ রসুল বোল্ রে মন / আল্লাহন রসুল বোল্ ।*
*দিনে দিনে দিন গেল তোর /দুনিয়াদারী ভোল / আল্লাহন রসুল বোল্ ।।*
*রোজ কেয়ামতের নিয়ামত ঐ / আল্লাহ্ -রসুল বাণী,*
*তোর আঘেরের ভুখের খোরাক / পিয়াসের ঐ পানি ।*
*তোর দিল্ দরিয়ায় আল্লাহন- রসুল / জপের লহর তোল্ / আল্লাহ্ রসুল বোল্ ।।.."*[39]

এইভাবেই উল্লেখিত গানগুলির কাব্যিক মর্মার্থ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি রবীন্দ্র অনুসারী ভাবাদর্শকে কাজী সাহেবের বিদ্রোহী মন যেমন কথা ও সুরের পারম্পর্যে দেশহিতৈষী ভাবধারায় উদ্বোধিত হয়েছে অনুরুপ ভাবে ভক্ত কবি মনের আকুতি সমর্পিত হয়েছে শ্যাম ও শ্যামার চরণ বন্দনায়।

বিভিন্ন অধ্যায় ভিত্তিক নানান পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে যে অবস্থানে উপনীত হয়েছি, তাকে উদ্দেশ্য করে আমি বলতে পারি বাংলা গানের সুরে আছে অমৃতময় সত্তার জাদুমন্ত্র, যাকে আশ্রয় করে কবি গেয়ে উঠেছেন-'কি জাদু বাংলা গানে'। তাকে উদ্দেশ্য করেই আমার অন্যতম প্রয়াসই হল কাজী নজরুল ইসলামের গান যে স্বতন্ত্র মহিমায় মহিমান্বিত এবং সর্বপরি তাঁর রচনা কথা ও সুর ইন্দ্রধনুর সাত রঙের মতো পরস্পর হাত ধরাধরি করে মৈত্রীবন্ধনে সম্মিলিত হয়েছে-তাকে প্রকটিত করা । আমরা জানি বাংলা গানের গৌরবময় তথা স্বর্ণময় যুগ ঊনবিংশ শতকের মধ্য পর্ব থেকে, আবার এ কথা অবিসম্বাদিত সত্য যে ঊনবিংশ শতকে শ্রেষ্ঠ বাংলা গানের কাব্যিক ভাবার্থ ও সুর সব একাকার হয়ে সুর মালিকার আকারে গ্রথিত হয়েছে, যা আমরা খুঁজে পেয়েছি বিভিন্ন গীতি কবি- প্রণব রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ, হীরেন বসু, গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী প্রমুখের কাব্য রচনায়; অনুরূপভাবে সুরের আবেদন ও কথার সাথে মালা বদল করে অনন্য রূপে প্রতিভাত করার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন- কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, হিমাংশু দত্ত, সলিল চৌধুরী, নচিকেতা ঘোষ সুধিন দাশগুপ্ত, অনল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সুতরাং ঊনবিংশ শতকের বাংলা গান যে কালজয়ী মহিমায় বিভূষিত তার অন্যতম কারণ-ই হল গীতিকার ও সুরকারের পরস্পরের সহমর্মিতা বোধ, যা অন্যতম সুললিত শিল্পী কণ্ঠে সুপ্রকাশিত। তাই প্রসঙ্গান্তরে এ কথা বলা যেতে পারে উল্লেখিত গীতিকবি ও সুরকারগণ একদিকে যেমন রবীন্দ্র মানস চেতনাকে তাঁদের সৃষ্টিতে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন, আবার সুর অলঙ্করণের ক্ষেত্রে এমনকি রাগ-রাগিণীর সুষ্ঠ সংমিশ্রিত রূপকে তাঁদের গানে তুলে ধরতে চেয়েছেন। আমার পূর্ব উল্লিখিত অধ্যায়গুলিতে একদিকে যেমন রাগ-রাগিণীর মিশ্র প্রতিফলন

[37] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)- প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ২৮৮, ২৬৪, ২৫০
[38] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)- প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ২৮৮, ২৬৪, ২৫০
[39] নজরুল গীতি (অখণ্ড সংস্করণ)- প্রাক্ উক্ত, পৃঃ ২৮৮, ২৬৪, ২৫০

সম্বোলিত বিভিন্ন রচনা, আবার বিভিন্ন গানের কাব্যিক মর্মার্থ বিশ্লেষণে সবই কথা ও সুরের রূপাদর্শকে অধিষ্ঠিত করার চেতনায় উদ্বোধিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এইভাবে বিভিন্ন তথ্য ভিত্তিক যুক্তি গ্রাহ্য অণ্বেষণকে নিরলস প্রচেষ্টায় আমি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি তা উত্তরসুরী পাঠকবৃন্দের তথ্য ভিত্তিক অণ্বেষণকে সফলতার দিশারী করে তুলবে।